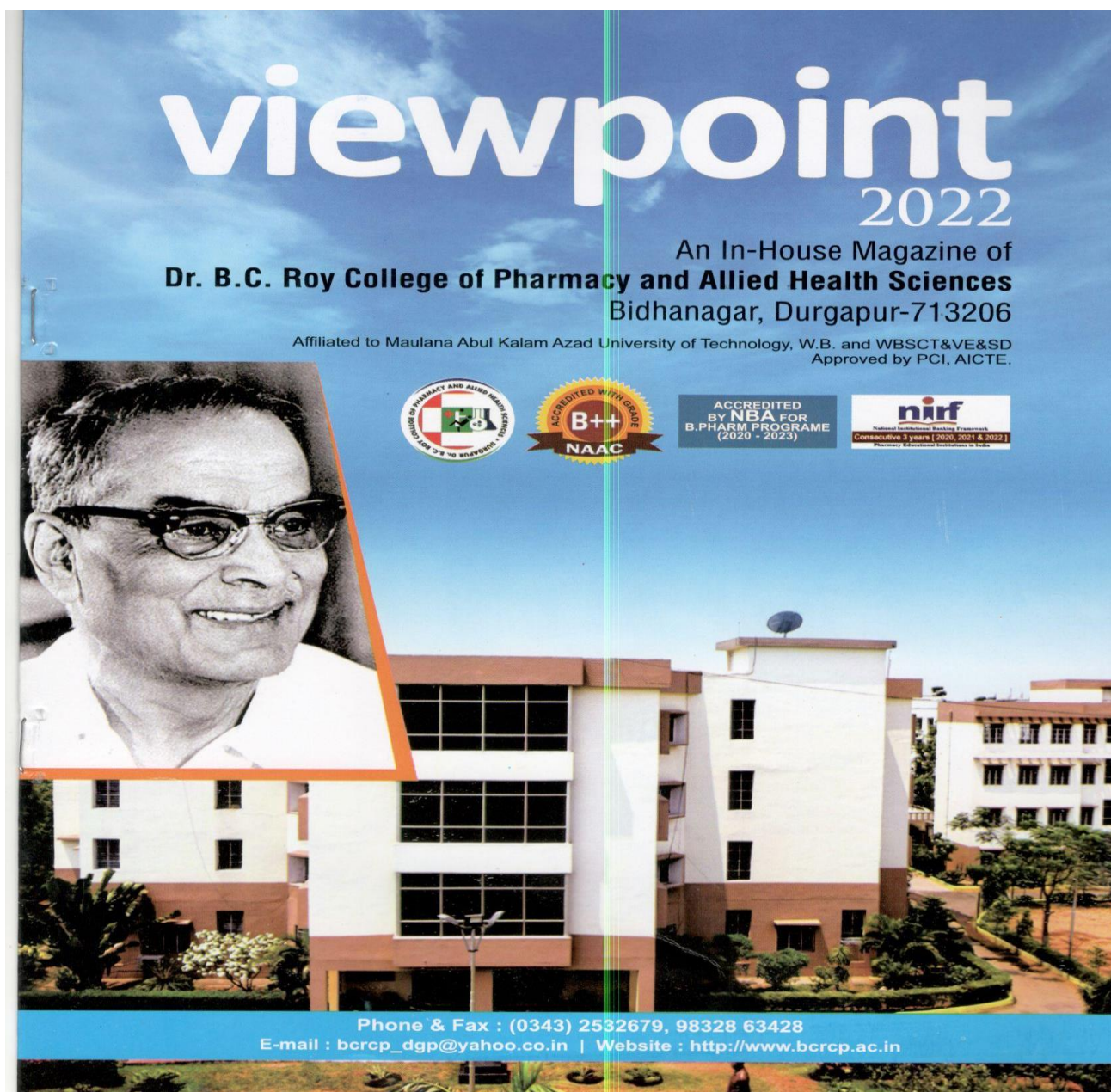




VIEW POINT

Started and run by the voluntary literary contributions of all staff members and students of Dr B. C. Roy College of Pharmacy and allied health Sciences, Durgapur, “Viewpoint”, a literary journal showcases the creative talents of the budding writers. Writers can submit their literary endeavours in Hindi, English and Bengali languages. The journal publishes creative writing and offers a wide range of literary forms- poetry, short fiction, essays etc. The journal gets its inspiration from the patronage of the mentors and by the unflinching support from all faculty members.





GPAT QUALIFIERS 2021



ANNESH DAS
SCORE: 99.54
RANK- 211



VIVEKANANDA BARIK
SCORE: 99.24
RANK- 348



ZINATAMAN SARKAR
SCORE: 98.24
RANK- 802



ANPAM MAITY
SCORE: 96.69
RANK- 1509



SUBHENDU GHOSH
SCORE: 96.61
RANK- 1545



MD SAMIM SARDAR
SCORE: 93.72
RANK- 1545



GPAT QUALIFIERS 2022



KALPATARU MITRA
AIR-343



MOUMITA DAS
AIR- 1155



SOUVIK SINGHA
AIR- 1321



SHRUTI DAS
AIR- 1674



TATHAGATA KHANRA
AIR- 2428



MD SAMIM SARDAR
AIR- 3238



BIPLAB DAS
AIR- 3574



TATHAGATA KHANRA
AIR- 2428



MD SAMIM SARDAR
AIR- 3238



BIPLAB DAS
AIR- 3574



GATE QUALIFIER 2022



MD BELAL HOSSAIN
AIR- 5249



Aniruddha Lahiri
(Editor)

EDITORIAL COMMITTEE:

Patron : Sri Tarun Bhattacharya, General Secretary
Dr.B.C. Engineering College Society, Durgapur.

Editor-in-Chief : Prof. Dr. S. Chakraborty, Director
Dr. B.C. Roy College of Pharmacy & AHS

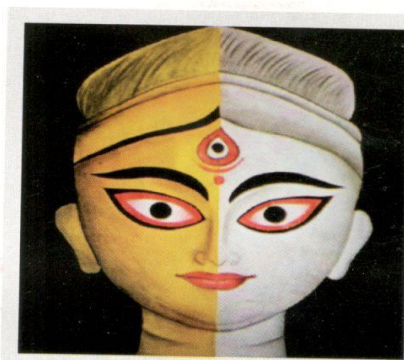
Editor : Mr. Aniruddha Lahiri, Assistant Professor
Department of Humanities.

VOICE OF THE EDITOR

All good things come to an end, and there is always a new beginning. The year 2022 marks the new beginning of "Viewpoint". Firstly, I would like to apologise for the delay in the publication of the magazine but now the wait is over, as viewpoint is back with a lot of success stories to communicate with its readers.

Quoting Edward Everette Hale, "Coming together is a beginning, keeping together is progress; working together is success". The teaching and non-teaching staff, along with the students, have all come together to work unitedly and achieve success in all spheres of life- educational, professional and personal. Dr. B.C. Roy College of Pharmacy and Allied Health Sciences aims to impart quality education to its students and have brought pharmacy education to the doors of the pharmacy lovers. The last two years have been very challenging for all of us. Overcoming the pandemic turbulence which prevailed worldwide, Dr. B.C. Roy College of Pharmacy and Allied Health Sciences stood constantly as a pioneer of education, thus proving its excellence. The institution has acquired NBA accreditation, NIRF ranking, B++ rank in NAAC and the approval of Pharmacy Council of India. The institution has also introduced two new courses namely Pharmaceutical Analysis and Industrial Pharmacy. Dr. B.C. Roy College of Pharmacy and Allied Health Sciences has also established its mark among other pharmacy colleges, not only in state but nationwide.

Talking about "Viewpoint", the magazine has always played an important role in communicating the inhouse activities among the readers. This issue of the magazine sparkles with brilliant contributions of the students and teachers, thereby showing their creativeness, writing skills and their ability to do something different, deviating from the technical aspect. With immense pleasure, I would like to say that it is an honour for me to be a part of the editorial team of this magazine. Wishing all my readers a very Happy Reading.



Drawn by Anurag Dey
B. Pharm, 2nd Year



Winner of "Innovative model presentation for sustainable society" for exhibiting and presenting model titled "Detecting brain tumor using Artificial Intelligence"

MAMA

Meghna Bowra
B. Pharm, 2nd Year

'Do not let your strengths fade away
'SHE' whispered...
Doctors observed...
I remember the day when I went through FNAC,
Beside me, there was my father and 'SHE';
'SHE' explained to me,
How it feels to be,
On the bed where thousands have taken their last breath,
Saying, 'beta do not lose faith'.
'SHE' was one who have escorted me,
from the Operation Theatre to the cabin,
Whereas till date, Girl child are found in dustbins.
'HER' way of fighting with disease,
Made me feel at ease.
Returning from the mouth of bane,
'SHE' has never uttered a word about her pain.
Nobody ever saw her tears,
And losing HER was one of my biggest fears.
She is not only a housewife,
'SHE IS THE SUPERWOMAN OF MY LIFE'.

Mine

Sayoni Saha
B. Pharm, 2nd Year

There is a world of mine,
where I find peace and fine.
Being a child of God,
is the greatest gift I got.
Hardships and struggles
are always there,
to let you dream forever.
Forget about the pains,
and fill your life with happiness.
Learn from the mistakes of Past,
to make your better future.



LOVE

Aniruddha Lahiri
Assistant Professor

Love is a heavenly feeling
Though, at times it is hurting,
Love is bitter, love is sweet,
And never gives you a sigh of relief.
It makes you cry; it makes you laugh,
It breaks you into a thousand and a half.
Love makes you matured, love makes you strong,
Also, you don't understand what is right or wrong.
The road of commitment may not be smooth,
But together lovers can make it move.
True love does not have a happy ending.
True love does not have an Ending.

শান্তির মানে

শুভদীপমুখার্জী
বি. ফার্ম, দ্বিতীয় বর্ষ

শ্বেত পায়রা ওড়ানো হচ্ছে আজকের দিনে দেশে,
শান্তিরবাণী গুণীজনেরা ছড়াচ্ছে চারিপাশে।
কিন্তু, আমার মাথায় একটি প্রশ্নই আসছে বারংবার,
শান্তি মানে কী? কিবা সংজ্ঞা তার?
কারোকাছে যদি উক্ত প্রশ্নের থাকে সঠিক উত্তর,
দয়াকরে আমার সাথে যোগাযোগ করুন সত্বর।
কেউবা যদি বলেন, আমাদের সমাজ “বেজায়শান্তিপূর্ণ”,
আমার কিছু ভুল ভাঙ্গিয়ে, আমায় করুন ধন্য।
সভ্যতার অগ্রগতি হচ্ছে যত ত্বরান্বিত,
অপরদিকে হীন ভাবনায় মনুষ্যকুল আজ জর্জরিত।
আপন স্বার্থের বেডাজালেই বাঁধা আছে সবে,
(ভাবছে) পাশেরজনের কথা ভেবে, আমার কী আর হবে?
একেই যদি শান্তি বলেন, আর বলার কিছু নাই।
আপনাদের চরম অবহেলায় সমাজ রসাতলে যায়।
থুড়ি মাফ করবেন...
“সমাজ” শব্দ আর খাটেনা মানব জাতির জন্য,
মানুষ নিজ ধর্ম ভুলে ক্রমেই হচ্ছে যেন বন্য।
আমিতো দেখি খুন-ধর্ষণ বাড়ছে ক্রমাগত।

অর্থ লোলুপ উচ্চবর্গই কুকর্মে আজ লিপ্ত।
বর্তমানে, চতুর্দিকে শিষ্টাচারের মেয়াদ খুবই ক্ষীণ,
তাইতো, বিশ্বব্যাপী শান্তির তরে ঘোষিত হয়েছে আজকের দিন।
রক্ত ঝরা বন্ধ হবে, ভাতৃদ্বেষ টানে;
মানুষ আবার এগিয়ে যাবে সমাজ গড়ার পানে।
জাতিসংঘের আহ্বানে, বসুন্ধরায় শান্তির হোক আগমন,
পৃথিবী থেকে মারণব্যাপি যুদ্ধকে করবো নিরসন।
পরিবেশ আবার ঐক্যের ডোরে বাঁধা পড়বে যবে,
ভেদাভেদ ঘৃণা বিদ্রোহ, দূরে ফেলে দেবো সবে।
আসল শান্তি তখনই আসবে, বৃষ্টিস্বরূপ ঝরে;
চরম সুখের স্বাদটি পাবো, উন্নতি আসবে ফিরে।
তাই আসুন,
সকলে মিলে আজ আমরা এই অঙ্গীকার করি,
শুধু নিজের স্বার্থসিদ্ধি ভুলে শান্তির পথ ধরি।
ভবিষ্যতের কল্যাণহেতু একত্রিত হবো আজ।
তবেই আমরা পুনরায় পাবো শান্তিপূর্ণ সমাজ ॥
বিশ্ব শান্তি দিবস এর যথার্থতা মানবিকতার মাঝে,
যুদ্ধ-সংঘাত বর্জন করে, সাজবো খুশির সাজে ॥

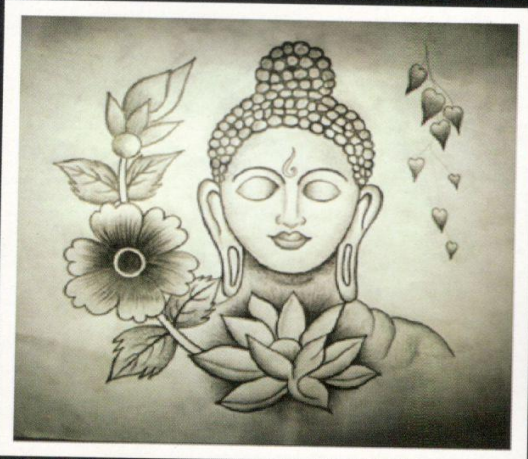
টাকামাটি

সঞ্চয়ী মন্ডল
অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর

জ্বর খবর! শুনছি নাকি পালবাবুদের প্রচুর টাকা,
ট্রাক্সে-ট্রাক্সে ভর্তিকরেও হচ্ছেনা যে একটু ফাঁকা-
সকাল-বিকেল-রাত্রি নেই চলছে শুধু টাকা গোনা,
টাকার ওপর বসেই টাকার চলছে হিসাব যাচ্ছে শোনা -

এমন টাকা আকাশ নাকি ঢাকতে পারে মেঘের মত,
হাওয়ার পথও ঘুরতেপারে - বন্ধ করে পাহাড় যত-
টাকায় খানিক নুন মাখিয়ে চলছে খাওয়া সকাল রাতে,
টাকার বোল, টাকার কাবাব টপ টপাটপ পড়ছে পাতে-

টাকা দিয়েই বিছানা বানায় - শুচ্ছে ওরা দুপুর ভোরে,
আসবেনা চোর, ভয় নেই - সব চোর কিনেছে টাকার জোরে।



Drawn by Anurag Dey
B. Pharm, 2nd Year

শারদ অবকাশ

সাগর সেনগুপ্ত
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর

পাঁচ দশমিক ছয় কোটি
নতুন গরীব গুর্বো
ঠ্যাণ্ডের ওপর ঠ্যাণ্ডি তুলে
ভাবি কোথায় ঘুরবো।
দিল্লি যাব কালি পুজোয়
খরচ আছে বিস্তর
পালিয়ে যাব মুরোদ টি নেই
ভুতের রাজা দিক বর।
একটি বরে খেয়ে বাঁচুক
আমার দেশের লোকে
আরেক বরে কানা থামুক
যারাই আছে শোকে।
বাকি থাকা আরেকটি বর
খরচ কোথায় করি ?
শিক্ষা নাকি হাসপাতালে
ভেবেই আমি মরি।
নিজের লড়াই সবার সাথে
ইন্টিগ্রেট করব,
অংক শেখো হে জনগণ
বাঁচব নাকি মরব।

বৃক্ষ বাঁচাও...

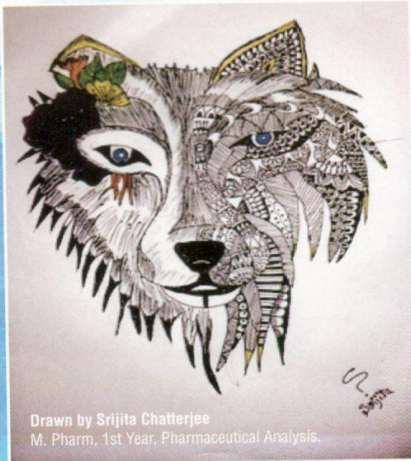
শৌভিক ভান্ডারী
ফার্মাসিউটিক্যাল এনালাইসিস
প্রথম বর্ষ

বৃক্ষ মোদের অমূল্যধন
বৃক্ষ মোদের প্রাণ
একটি বৃক্ষ করলে রোপন
বাঁচবে দশটি প্রাণ।
বাতাসভরে দূষণগ্যাসে
আকাশ কালো কালিতে
দূষণ সব দূর হয়ে যায়
সবুজের পরশেতে।
ফলদেয়সে, ফুলদেয়সে
দেয়সে মেঘের জল
বর্ষা দিয়ে যখন তখন
ধরাকরে সুশীতল।
স্বাস্থ্যদেয়, আয়ুদেয়,
দেয় বনজ সম্পদ
সৌন্দর্য দেয় রূপজগতে
ছায়াঘেরা জনপদ।
বাঁচতেগেলে বাঁচাও এদের
নইলে বিপদ হবে,
স্নেহ দিলে আদর দিলে
সুখ - শান্তি এরা দিবে ॥

পরিণতি

স্পর্তিকাজানা
বি.ফার্ম, চতুর্থবর্ষ

পরিণতি, অনেকটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা,
নিঃসঙ্গ নিরব ল্যাম্প পোস্টের মতো...
যার অব্যক্ত কথা গুলো, হাজার প্রচেষ্টার পরও,
অব্যক্তই রয়ে যায় আজীবন...
যে নিজে অন্ধকারের মধ্যে থেকেও,
অন্যদের সর্বদা আলোকিত করে...
বাধা-বিপত্তি, বাড়-বৃষ্টি সবকিছুর সাথে লড়েও,
প্রিয় জনদের সাহায্য করার চেষ্টা করে...
সে আগলে রাখে হাজার আঘাতের পরও,
তার সেই ভালো বাসার মানুষ গুলোকে...
কিন্তু, সহ্য করারও একটা সীমা থাকে,
আর সেই শেষ সীমান্তে সে হয়ে যায় পাথরের মতো।
অব্যক্ত কথাগুলো আর ব্যক্ত করার প্রচেষ্টা করেনা,
অন্যদের আলোকিত করে, কিন্তু আলোকিত হওয়ার আশা রাখেনা,
প্রিয়জনদের সাহায্যকরে, অথচ দুঃসময়ে সাহায্য পাওয়ার চেষ্টা করেনা,
ভালোবাসার মানুষ গুলোকে আগলেরেখেও, ভালোবাসার প্রত্যাশা করেনা,
আর তাই কিছুকিছু চৌরাস্তারমোড়, অসময়েই অন্ধকার হয়ে যায়।
পরিণতি, অনেকটা চৌরাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকা,
নিঃসঙ্গ নিরব ল্যাম্পপোস্টের মতো...
যার অব্যক্ত কথাগুলো, হাজার প্রচেষ্টার পরও,
অব্যক্তই রয়েযায় আজীবন...
যে নিজে অন্ধকারের মধ্যে থেকেও,
অন্যদের সর্বদা আলোকিত করে...

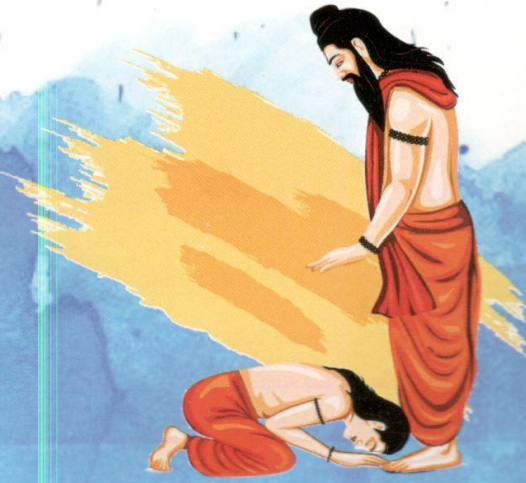


Drawn by Srijita Chatterjee
M. Pharm, 1st Year, Pharmaceutical Analysis.

শিক্ষা গুরু

অরুণ কোলে
ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যানালাইসিস, প্রথমবর্ষ

প্রথম শিক্ষা মায়ের কাছে, তিনিই বড়ো শিক্ষা-গুরু
শিক্ষার হাতে খড়ি অ আদিয়ে
পাঠশালা দিয়ে জীবন শুরু।
জলের পোকা জল কেয়া, আমার স্নেট শুকিয়ে যা!
প্রবাদ, খেলার ছলে-কত কিছুই না শেখাতেন
শৈশবেরওই শিক্ষা গুরু,
বয়সের সাথে পরিবর্তন হয় বিদ্যালয়,
পরিবর্তন হয় কিছু অচেনা মুখ
আর নতুন সিলেবাসের সাথে আসে নতুন শিক্ষা-গুরু।
ছেলেবেলার দুষ্টমি জন্য থাকে বকুনি ও কান ধরে ওঠ-বস,
শিক্ষাগুরুরা এই ভাবেব দলে চলে এক একটা ছেলেবেলা,
পরিবর্তিত হয় ক্রমে ভিন্ন ভিন্ন মুখ।
ছাত্রাও এই সব দিনগুলো নিয়ে করে শৈশবের স্মৃতি চারণ
কলেজের দায়িত্ব বোধের বেড়া - জাল ভেঙে উকি দেয়
স্কুল জীবনে ফিরতে চাওয়ার ইচ্ছে গুলো।
শিক্ষা-গুরুরা অমর থাক
প্রত্যেক ছাত্রের কোননা-কোন কাহিনীতে।
শিক্ষা-গুরুর চিন্তা-ভাবনায়, শিক্ষা আচার-আচরণে
বদলাবে ছাত্র সমাজ বদলাবে আমার দেশ,
বদলাবে যুগ, বদল হবে শিক্ষা-স্থানের
তবুও আমরা সবাই 5 সেপ্টেম্বর কেপালন করবো
সকল প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির পিছনে শিক্ষকদেরই জয়।।
প্রথম শিক্ষা-মায়ের কাছে, তিনিই বড়ো শিক্ষা-গুরু



दिल की आवाज़

वाईजुल हक़
एसोसिएट प्रोफेसर

जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है !
कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है !!
जुदाई में तो मैं उससे मुक़मल बात करता हूँ !
मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है !!

बहुत टूटा बहुत बिखरा मगर मैं रो नहीं पाया !
हवाओं के झारों पर मगर मैं बह नहीं पाया !!
अधूरा अनसुना ही रह गया यूँ प्यार का किस्सा
कभी तुम मुन नहीं पायी, कभी मैं कह नहीं पाया !!

हर इक नदिया के होंठों पर समंदर का तराना है !
यहाँ फरहाद के आगे सदा कोई बहाना है !!
वही बातें पुरानी थीं, वही किस्सा पुराना है !
तुम्हारे और मेरेबीच में फिर से ज़माना है !!

खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना !
इश्क़ तो करना, मगर देवदास मत होना !!

ক্যান্টিন

স্বপ্নময় গায়েন
চতুর্থ-বর্ষ, বি.ফার্ম

কলেজ জীবনের ৪ বছর কাটানোর পর যদি তুমি কলেজ-ক্যান্টিন গিয়ে কিছু না-বললে তাহলে আমার মতো তুমি কলেজের আসল মজাটাই নিতে ভুলেগেছ। সেমিস্টার এক্সাম-এর আগে গিয়ে ক্যান্টিন-এ বসে বন্ধুদের সাথে চা-খেয়ে দেখবে ২ পাতা বেশি লিখে আসার জোর পাবে। যদিও ক্লাস না করে ক্যান্টিন থাকাটা ঠিক না কিন্তু ওটা করে প্রচুর-মজা পেতাম, কোনদিন তো ধরা পড়ে বকুনিও খেয়েছি। বেশির-ভাগ বন্ধু ক্যান্টিন-এ চা-খেতে এসেই হয়েছে। কত সিনিয়র-দাদা, দিদিরা এখানেই চিনিয়ে দিয়েছেন কত কিছু। তবে হ্যাঁচাগুলো বন্ধুত্বের কাছ পর্যন্ত-কে আনবে তা নিয়ে তো রোজ একটু মজা হবে। কত-বার কম টাকা দিয়ে, কতবার টাকা না দিয়েও পালিয়ে গেছি। যদিও চা খাবার এ গুলো সবসময় খেতে ভালো লাগতেনা কিন্তু বন্ধুত্বের আড্ডার স্বাদটা মিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর খেতে লাগতো। যেটা এখন আর কোথাও পাইনা।

কোনো বন্ধুর সাথে হয়তো দেখা হবেনা কোনদিন কিন্তু কোনো অবসরে ক্যান্টিন-এর আড্ডাগুলোর কথা মনে করে দেখবে মুহূর্তটা নিমেষে সুন্দর হয়ে উঠেছে। রয়ে গেছে পুরোনো চেয়ার, টেবিল, জল খাওয়ার মগ। আমাদের স্মৃতি গুলোর ও পর কত নতুন নতুন গল্প লেখা হবে, কিন্তু আমাদের মতো কলেজ স্টুডেন্টদের কাছে এটাই সবথেকে ভালোবাসার জায়গা।



दिल की आवाज़

वाईजुल हक़
एसोसिएट प्रोफेसर

जवानी में कई गज़लें अधूरी छूट जाती है !
कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती है !!
जुदाई में तो मैं उससे मुक़मल बात करता हूँ !
मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है !!

बहुत टूटा बहुत बिखरा मगर मैं रो नहीं पाया !
हवाओं के झारों पर मगर मैं बह नहीं पाया !!
अधूरा अनसुना ही रह गया यूँ प्यार का किस्सा
कभी तुम मुन नहीं पायी, कभी मैं कह नहीं पाया !!

हर इक नदिया के होंठों पर समंदर का तराना है !
यहाँ फरहाद के आगे सदा कोई बहाना है !!
वही बातें पुरानी थीं, वही किस्सा पुराना है !
तुम्हारे और मेरेबीच में फिर से ज़माना है !!

खुद से भी मिल न सको, इतने पास मत होना !
इक़ तो करना, मगर देवदास मत होना !!

ক্যান্টিন

স্বপ্নময় গায়েন
চতুর্থ-বর্ষ, বি.ফার্ম

কলেজ জীবনের ৪ বছর কাটানোর পর যদি তুমি কলেজ-ক্যান্টিন গিয়ে কিছু না-বললে তাহলে আমার মতো তুমি কলেজের আসল মজাটাই নিতে ভুলেগেছ। সেমিস্টার এক্সাম-এর আগে গিয়ে ক্যান্টিন-এ বসে বন্ধুদের সাথে চা-খেয়ে দেখবে ২ পাতা বেশি লিখে আসার জোর পাবে। যদিও ক্লাস না করে ক্যান্টিন থাকাটা ঠিক না কিন্তু ওটা করে প্রচুর-মজা পেতাম, কোনদিন তো ধরা পড়ে বকুনিও খেয়েছি। বেশির-ভাগ বন্ধু ক্যান্টিন-এ চা-খেতে এসেই হয়েছে। কত সিনিয়র-দাদা, দিদিরা এখানেই চিনিয়ে দিয়েছেন কত কিছু। তবে হ্যাঁচাগুলো বন্ধুত্বের কাছ পর্যন্ত-কে আনবে তা নিয়ে তো রোজ একটু মজা হবে। কত-বার কম টাকা দিয়ে, কতবার টাকা না দিয়েও পালিয়ে গেছি। যদিও চা খাবার এ গুলো সবসময় খেতে ভালো লাগতেনা কিন্তু বন্ধুত্বের আড্ডার স্বাদটা মিশে গিয়ে একটা অদ্ভুত সুন্দর খেতে লাগতো। যেটা এখন আর কোথাও পাইনা।

কোনো বন্ধুর সাথে হয়তো দেখা হবেনা কোনদিন কিন্তু কোনো অবসরে ক্যান্টিন-এর আড্ডাগুলোর কথা মনে করে দেখবে মুহূর্তটা নিমেষে সুন্দর হয়ে উঠেছে। রয়ে গেছে পুরোনো চেয়ার, টেবিল, জল খাওয়ার মগ। আমাদের স্মৃতি গুলোর ও পর কত নতুন নতুন গল্প লেখা হবে, কিন্তু আমাদের মতো কলেজ স্টুডেন্টদের কাছে এটাই সবথেকে ভালোবাসার জায়গা।





OOTD!

Rituparna Chaki Ghosh, Assistant Professor.

Just like any of you, my graduation days were like a trip to the adventure park. The year was 2001. With the dawn of the new era, I looked forward to my anticipated life as one of the then new-age movies with basketball courts, friendship goals, fancy clothing and fashion statements. But the skies turned grey and my dreams came tumbling down when I came to know that uniforms would be introduced in our institute from the same year. I had to swallow the sad pill (fresher as you know!) but our seniors were quite the revolvers. They, through much cajoling, convinced the authorities for a weekly relief from uniforms. That day was Friday!

As a customary, Friday dressing became a fashion weekend. Initially this boosted our dopamine. There had to be no repetitions for fashion Fridays. Holidays on Fridays were a curse. Our personalities sprouted on Fridays that was reflective of the quirky dressing sense of the 2000's gen; fashion sensibilities were revealed, status too; some became fashion gurus and some the trend-setter. Gradually, as time went by, it became a pain in the neck, prodding every Friday morning as a tedious decision to make. We realized that in uniforms, we could camouflage in class; blend in personalities, status and lifestyle. By midway to our graduation, many avoided colleges on Fridays. And I vividly remember, towards the end, through all the preparations for GATE and job interview (ours was also a studious batch, you see!), we almost forgot that Friday dressing even existed.

Although Friday started our Outfit of the Day (OOTD!) trend, Uniform was the most go-to Outfit for the rest of our term, never having realized at that point of time that it was the last phase of life that we were all uniform in our uniforms.

DENGUE THE KILLER DISEASE

Shiwani Chowdhury, B.Pharm, 2nd Year | Amrita Singha, B. Pharm, 3rd Year

Dengue fever is the one of the rapidly expanding mosquito-borne viral disease in the world, with high mortality and morbidity rates especially in tropical and subtropical regions. The mosquito involved in the transmission of dengue is Aedes. The circulation of dengue disease is influenced by various factors such as, topography, rainfall, temperature and rapid urbanization or globalization. The clinical symptoms range from unapparent to severe forms and fatal outcomes. Dengue is a most important public health problem due its quick expansion globally and its burdens are currently unfulfilled because of absence of precise treatment, easy diagnostic method for the early phase of infection and successful and well-organized vector control system.

The World Health Organization classifies dengue fever as one of the world's 17 neglected tropical diseases (NTDs). Dengue is endemic in more than 100 countries, mostly in Southeast Asia and South America. Dengue Fever and Dengue Haemorrhagic Fever, have been reemerging and expanding globally over the past 50 years. The dengue infected persons either have no symptoms or have mild self-limited disease (including fever, headache, retroocular pain, muscle and joint pain, nausea, vomiting, and rash). Presently, treatment being purely supportive as there is no therapeutic option. In most cases disease is managed by fluid replacement.

Risk factors associated with dengue Host immunity, vector capacity, weather or climate, dengue control capacity and population movement is the risk factors involved in the transmission of Dengue. The climatic factors influence the dengue epidemiology because of its indirect impact on lifecycle of mosquitoes and on incubation periods within mosquitoes. The urban expansion and rapid population growth has led to resurgence of dengue. Unplanned urban expansion has led to the severe constraints on community facilities, predominantly water supply and solid waste disposal, thus increasing the breeding potential of the vector species which in turn causes the exposure of large number of human populations to the mosquitoes. The lack of mosquito control infrastructure, increased air travel and globalization of trade has been extensively contributed to the expansion of dengue fever. The

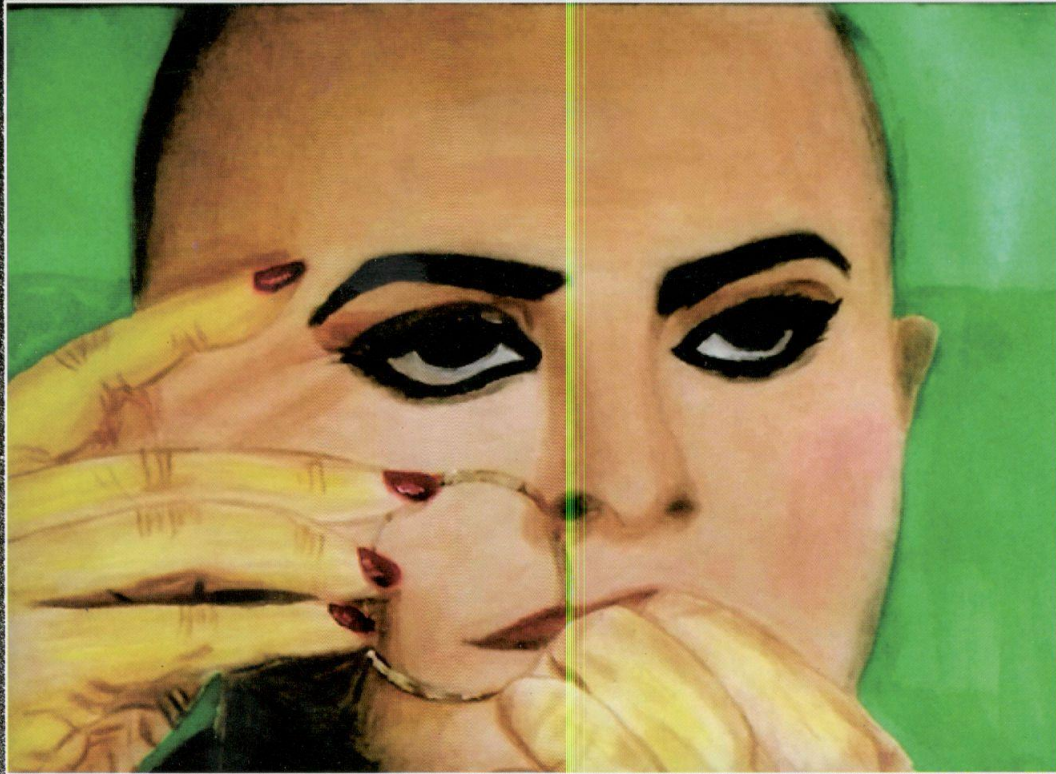
temperature and rainfall affect the spread of mosquito vectors and virus transmission. It is forecasted that by the year 2100, the global warming leads to an increase in global temperatures by 2-4.5 degree C and could have a perceptible impact on vector-borne diseases. Dengue infection is associated with complex clinical symptoms thus; therapeutic management should be simple, low cost effective in saving lives through correctly performed and timely institutionalized interventions. There are no effective antiviral drugs for dengue hence clinical management focuses on supportive treatment, with particular importance on cautious fluid management. Hospitalization is required for the patients with early stage of plasma leakage or critical phase. Isotonic crystalloid solutions, such as 0.9% normal saline, Ringer's lactate or Hartmann's solution can be employed for initial fluid management. In modern medicine, glycyrrhizin, ribavirin and 6-azauridine are found to have cytostatic and inhibitory effects on the dengue virus. Currently clinical research is going on to find the specific anti-dengue drugs.

Primarily the dengue infection can be controlled by the control of dengue vectors which can be aimed against dengue. Direct vector control measures include, use of insecticides to kill the mosquitoes or prevent them from biting by employing repellents. Environmental modification or sanitation improvements can be used as indirect vector control methods. Various efforts like empowering of affected and other communities through education and advocacy can mobilize and mount effective control operations.

In conclusion, dengue is a major public health problem in almost all countries. The social and economic burden of mosquito-borne dengue infection is extensively alarming. The morbidity and mortality of dengue and other mosquito-borne viral infection can be reduced by performing early identification of high-risk patients and appropriate management for severe cases. New strategy for early dengue infection and severity risk prediction early in the course of illness is indispensable so that management strategies can be promptly implemented.

IN THE FOND MEMORY OF THE
GREAT LEGENDARY ACTOR-DIRECTOR
LATE RITUPARNO GHOSH

Drawn by Mr. Shobhan Bose,
Assistant Professor,
Incharge: Examinations



**“IF I HAVE TO GO AWAY,
CAN I KEEP A BIT OF ME
WITH YOU?”**

Acclaimed Bengali film director Rituparno Ghosh has been referred to as the heir to legendary filmmaker Satyajit Ray. Ghosh lived in Calcutta, where he was born and raised. He attended Jadavpur University where he studied Economics. He has directed and written screenplays for many a number of films, all but one in Bengali. His works include Unishe April, Dahanu Bariwali, Shubho Mahurat, Chokher Bali, Raincoat, Memories in March, Areekki Premer Golpo, Chitragada-The Crowning Wish, among others.

